



## সম্পাদকীয়

চার বছর অন্তর ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল কেবল একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়; এটি বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের আবেগ, প্রত্যাশা এবং স্বপ্নের এক মহাসম্মিলন। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন স্পেন এবং বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই মহারণকে ঘিরে বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমীদের উন্মাদনা চরমে পৌঁছেছে। এবারের বিশ্বকাপ ছিল একাধিক দিক থেকে ঐতিহাসিক। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে এই বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে। প্রায় ছয় সপ্তাহের এই প্রতিযোগিতা শুধু ফুটবলের উৎকর্ষই তুলে ধরেনি, বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বিশ্বায়নের নতুন রূপও সামনে এনেছে। ফাইনালে ওঠার পথে স্পেন তাদের পরিচিত বল-দখলভিত্তিক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ফুটবল দিয়ে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নেয়। অন্যদিকে, লিওনেল মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাটকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে পৌঁছেছে। এই ফাইনাল আরও একটি প্রজন্মগত পরিবর্তনের প্রতীক। একদিকে রয়েছেন লিওনেল মেসি—আধুনিক ফুটবলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যাঁর কাছে এটি হয়তো শেষ বিশ্বকাপ। অন্যদিকে রয়েছেন লামিনে ইয়ামালের মতো নতুন তারকারা, যাঁরা আগামী দিনের ফুটবলকে নেতৃত্ব দিতে

প্রস্তুত। অতীতের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা—এই দুইয়ের সংযোগস্থল হয়ে উঠেছে এবারের বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচ। তবে বিশ্বকাপের গুরুত্ব কেবল মাঠের ফলাফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আজকের বিশ্বে, যেখানে যুদ্ধ, রাজনৈতিক বিভাজন এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, সেখানে খেলাধুলা মানুষের মধ্যে সংযোগের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ভাষা, ধর্ম কিংবা রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করে ফুটবল কোটি কোটি মানুষকে এক সূতোয় বেঁধে রাখে। গ্যালারির উল্লাস, টেলিভিশনের সামনে পরিবারের সমাবেশ কিংবা সামাজিক মাধ্যমে তর্ক-বিতর্ক—সবকিছুর মধ্যেই ফুটবল একটি বৈশ্বিক সংস্কৃতির রূপ ধারণ করেছে। অবশ্য বিশ্বকাপের বাণিজ্যিকীকরণ, ক্রমবর্ধমান টিকিট মূল্য এবং প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রশ্নও উঠে এসেছে। তবু সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বকাপ এখনও সেই বিরল আয়োজন, যা পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষকে একই আবেগে শামিল করতে পারে। স্পেন কিংবা আর্জেন্টিনা—শেষ পর্যন্ত ট্রফি কার হাতে উঠবে, তা সময়ই বলবে। কিন্তু ফলাফল যাই হোক না কেন, ফুটবলের এই মহাযজ্ঞ আবারও প্রমাণ করল যে খেলাধুলা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা নয়; এটি মানুষের স্বপ্ন, ঐক্য এবং বিশ্বজনীনতার এক অনন্য প্রতীক। বিশ্বকাপ শেষ হবে, কিন্তু তার স্মৃতি, তার গল্প এবং তার আবেগ আগামী চার বছর ধরে ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে অমলিন হয়ে থাকবে।

## হামলা জারি আমেরিকার

**১৯ জুলাই** : ইরানের বিরুদ্ধে টানা অষ্টম রাতের মতো সামরিক অভিযান সম্পন্ন করার দাবি করল আমেরিকা। এর আগে জর্ডানে অন্তত দুই মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছিল ওয়াশিংটন। একই সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার একাধিক মার্কিন মিত্র দেশ রবিবার নতুন করে ইরানি হামলার অভিযোগ করেছে। এক মাস আগে স্বাক্ষরিত অন্তর্বর্তী যুদ্ধবিরতি কার্যত ভেঙে পড়ায় এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘাত তীব্র হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের আশঙ্কা আরও বেড়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, উত্তর ইরাকে শনিবার একটি ইরানি ড্রোন ধ্বংসের পর তার অবিস্ফোরিত অংশ নিষ্ক্রিয় করার সময় আরও এক মার্কিন সেনার মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রতিক সংঘাতে নিহত মার্কিন সেনার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭-তে। আহত হয়েছেন চার শতাধিক সেনা। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় শুরু হওয়া সর্বশেষ বিমান হামলার লক্ষ্য ছিল হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে ইরানের হুমকি মোকাবিলা করা এবং জর্ডানে মার্কিন সেনাদের ওপর হামলার জবাব দেওয়া। এই অভিযানে ইরানের উপকূলীয় নজরদারি কেন্দ্র এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানা হয়েছে। সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কায় ইজরায়েল অতিরিক্ত মার্কিন জ্বালানি সরবরাহকারী বিমান গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে সে দেশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনও পশ্চিম এশিয়ায় অতিরিক্ত যুদ্ধবিমান-সহ সামরিক সম্পদ পাঠাতে শুরু করেছে। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মার্কিন বাহিনী দক্ষিণ ইরানের সিরিক এবং ইরাক সীমান্ত সংলগ্ন শাদেগান এলাকায় হামলা চালিয়েছে। পরে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের আবাদান শহরেও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থা অভিযোগ করেছে, নিম্নীয়মাণ ডারখোভিন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেও হামলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মার্কিন হামলার জবাবে কুয়েতের আল-আদিরি শিবির এবং আলি আল-সালেম

বিমানঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। কুয়েত সরকার জানিয়েছে, দ্বিতীয় দিনের মতো একটি জল পরিশোধন কেন্দ্রেও হামলা হয়েছে, যার ফলে সেখানে আশুন লাগে। কুয়েতের সশস্ত্র বাহিনী দাবি করেছে, তারা একাধিক ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। বাহরিনও রবিবার তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ইরানি হামলা প্রতিহত করার দাবি করেছে। জর্ডান জানিয়েছে, তারা তিনটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে। ইজরায়েলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, জর্ডানের আকাবা শহরের দিকে ইরান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। সাম্প্রতিক হামলার প্রতিবাদে জর্ডান ইতিমধ্যেই ইরানের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে। এদিকে, হরমুজ প্রণালী ঘিরে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। বিশ্বের মোট তেল বাণিজ্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই জলপথ দিয়ে সম্পন্ন হয়। আমেরিকার দাবি, তারা ইরানের বন্দরগুলির ওপর নৌ অবরোধ কার্যকর করছে। অন্যদিকে, ইরান জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে তাদের নিয়ম লঙ্ঘনকারী জাহাজগুলিকেই লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) দাবি করেছে, মার্কিন সমর্থনে চারটি জাহাজ একটি ‘অনিরাপদ পথ’ ব্যবহার করে হরমুজ অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল। তাদের দাবি, সতর্কবার্তা উপেক্ষা করার পরে দুটি জাহাজ ফিরে যায় এবং বাকি দুটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের পারমাণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার মধ্য দিয়ে এই সংঘাতের সূচনা হয়েছিল। তারপর থেকে ইরান, লেবানন এবং গোটা পশ্চিম এশিয়া জুড়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি জ্বালানি সরবরাহেও বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটেছে, যার ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির নতুন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, তাঁদের আত্মত্যাগ আমেরিকার সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করবে।

# শব্দ সংগ্রহালয় থেকে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে অমিত শাহের বার্তা

**১৯ জুলাই** : একটি জাতির পরিচয় শুধু তার রাজনৈতিক সীমানা, অর্থনৈতিক শক্তি বা সামরিক সক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তার প্রকৃত পরিচয় নিহিত থাকে তার ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, জ্ঞান-পরম্পরা এবং মূল্যবোধের মধ্যে। ভাষা একটি সভ্যতার স্মৃতি বহন করে, শব্দ সেই ভাষার প্রাণ এবং সংস্কৃতি সেই শব্দ ও ভাষার সম্মিলিত প্রকাশ। একই সঙ্গে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন কার্যকর প্রশাসন, উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নাগরিকদের জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা। এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে—দেশের প্রথম ‘শব্দ সংগ্রহালয়’-এর প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন এবং পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক। একটি উদ্যোগ ভারতের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়, ভাষাগত বৈচিত্র্য ও জ্ঞান-পরম্পরাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের বার্তা বহন করে, অন্যটি একটি নিরাপদ, আধুনিক ও সক্ষম রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা তুলে ধরে। অমিত শাহ তাঁর বক্তব্যে ভাষাকে একটি জাতির সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, মানুষের অনুভূতি থেকে শব্দের জন্ম হয়, শব্দের সমন্বয়ে ভাষার সৃষ্টি হয় এবং ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। তাই ভাষাকে সংরক্ষণ করা মানে শুধু একটি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে রক্ষা করা নয়, বরং একটি জাতির চিন্তা, ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও আত্মপরিচয়কে সুরক্ষিত রাখা। এই ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে কলকাতার ‘শব্দ সংগ্রহালয়’ ভারতের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক যাত্রাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। এখানে ‘ওঁ’ ধ্বনির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য থেকে শুরু করে মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণচিন্তা, শ্রুতি ও স্মৃতি পরম্পরা, তালপত্রার পুঁথি, ভোজপত্র, শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রণযন্ত্র এবং আধুনিক ভাষা প্রযুক্তির বিবর্তনকে অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সংগ্রহালয়ের বিশেষত্ব হলো—শব্দের মতো একটি অদৃশ্য সাংস্কৃতিক উপাদানকে দৃশ্যমান, শ্রবণযোগ্য, স্পর্শযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তার

প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণেই অমিত শাহ ভারতীয় ভাষাগুলিকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, ভাষার এই যাত্রাকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে ভারতীয় ভাষাগুলি আগামী সহস্রাব্দেও শক্তিশালী ও প্রাসঙ্গিক থাকবে। এটি শুধু ভাষা সংরক্ষণের বিষয় নয়, বরং জ্ঞান, গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি উদারতা, সংলাপ এবং বহুত্বের ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। স্বাধীনতার “সব দিক থেকে মহৎ চিন্তা আমাদের কাছে আসুক”—এই ভাবনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল শক্তি হলো বিভিন্ন চিন্তা, দর্শন ও জ্ঞানধারাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারত নতুন ভাবনা ও উদ্ভাবনকে গ্রহণ করেছে এবং সেই কারণেই নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অটুট রয়েছে। বাংলার প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক চেতনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মহর্ষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান ভারতের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বাংলার নবজাগরণ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা ভারতীয় জাতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলা আবারও দেশের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে অমিত শাহ মাতৃভাষার প্রতি গর্ব, শুদ্ধ উচ্চারণ, ব্যাকরণচর্চা, পাঠাভ্যাস এবং গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার আহ্বান জানান। ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন—পরিবারকে শিশুর প্রথম শিক্ষালয় হিসেবে গড়ে তোলা, মাতৃভাষায় শিক্ষার সূচনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, ভারতীয় ভাষাকে ডিজিটাল ও এয়াই প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা এবং গ্রন্থাগার ও সংগ্রহালয়ের জ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একই দিনে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে অনুষ্ঠিত

পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ‘উইমেন আউটরিচ প্রোগ্রাম’ চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যার মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেওয়া হবে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদারে রাজ্যে অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স, অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড ও জাতীয় তদন্ত সংস্থার আদলে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি গঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি রাজ্যের সন্ত্রাসবাদ ও ইউএপিএ সংক্রান্ত মামলাগুলির পর্যালোচনা করবে এনয়াইএ। সীমান্তবর্তী এলাকায় সরকারি জমিতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ, পুলিশের আধুনিকীকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, শূন্যপদ পূরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং পরিষেবা প্রদানের মান উন্নত করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পূর্বে বামপন্থী উগ্রবাদে প্রভাবিত এলাকায় স্থাপিত নিরাপত্তা শিবিরগুলির এক-তৃতীয়াংশকে জনসেবা কেন্দ্রে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত প্রশাসনকে আরও জনমুখী করার একটি পদক্ষেপ। একই সঙ্গে সাইবার নিরাপত্তা বৃদ্ধি, মাদক পাচার রোধে NCORD বৈঠক নিয়মিত করা এবং কলকাতার জন্য সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমগ্র ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কলকাতায় অমিত শাহের উদ্যোগ দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভকে সামনে এনেছে—সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস এবং নিরাপদ রাষ্ট্রব্যবস্থা। একটি জাতি তখনই দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যখন সে তার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে, আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে এবং নাগরিক নিরাপত্তা ও সুশাসন নিশ্চিত করে। ‘শব্দ সংগ্রহালয়’ ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে, আর নিরাপত্তা সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি একটি আধুনিক ও সক্ষম প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শব্দের শক্তি, সংস্কৃতির আত্মবিশ্বাস এবং সুশাসনের ভিত্তিতে ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার লক্ষ্য পূরণে এই উদ্যোগগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

## সংসদে সর্বদলীয় বৈঠক

**১৯ জুলাই** : আগামী বর্ষাকালীন অধিবেশনকে সামনে রেখে শনিবার সংসদ ভবন চত্বরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে সর্বদল বৈঠক করল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, রাজ্যসভার নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নন্ডা, আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এল. মুরগুন। বৈঠকে মোট ৪০টি রাজনৈতিক দলের ৫৮ জন প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের শুরুতে উপস্থিত নেতাদের স্বাগত জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। পরে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু অধিবেশন আংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের শুরুতে উপস্থিত নেতাদের স্বাগত জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। পরে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু অধিবেশন আংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের মতামত ও সক্রিয় শুরু হবে আগামী ২০ জুলাই, সোমবার থেকে। সরকারি কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আগামী ১৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে এই অধিবেশন। মোট ২৫ দিনের

মধ্যে ১৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তিনি আরও জানান, আসন্ন অধিবেশনের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি ইতিমধ্যেই গত ১৬ জুলাই লোকসভা ও রাজ্যসভার সচিবালয়ের বুলেটিনে প্রকাশ করা হয়েছে। সংসদের কার্যক্রম যাতে সূষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তার জন্য সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। তিনি বলেন, সংসদের কার্যবিধি মেনে বিরোধী দলগুলি যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করতে চাইলে সরকার তা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আসন্ন অধিবেশনে উত্থাপন করতে চাওয়া একাধিক বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। একই সঙ্গে সংসদের কার্যক্রম সূষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের প্রতি সহযোগিতার আশ্বাসও দেন তাঁরা। বৈঠকের শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের মতামত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহও উপস্থিত নেতাদের সহযোগিতা ও গঠনমূলক আলোচনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

## ভ্রান্তিস্বীকার

সন্দর্শন ১৯ তারিখের সংখ্যায় বৈদ্যনাথ মিশ্রকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার বলা হয়েছে। বাস্তবে তিনি কাজ করেছেন হাংরি জেনারেশ্যন নিয়ে। এই তথ্যগত ভ্রান্তির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

*কিছুক্ষণ পর ছোটলটি তার মাকে দেখাও পায়*



*মাসির বাড়ি*

*( আগামী সংখ্যায় )*